দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 20 FEB 1994
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

অভিযোগ

শিক্ষা প্রশাসনের খামখেয়ালী শিক্ষক নিয়োগে ব্যাপক বৈষম্য

নরসিংদী সদর থানার প্রাইমারী শিক্ষা কর্তৃপক্ষের চরম খামখেয়ালীর কারণে গ্রামাঞ্চলের প্রাইমারী শিক্ষা কর্মসূচী দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। পৌরসভার অন্তর্গত স্কুলগুলোতে যেখানে ১০-১২ জন শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী রয়েছে সেখানে গ্রামের স্কুলগুলোতে ২-৩ জন শিক্ষক-শিক্ষকা দেয়া হয়েছে। তাছাড়া বাধ্যতামূলক প্রাইমারী শিক্ষা ও শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী চালু হওয়ায় গ্রামের স্কুলগুলোতে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দারুণভাবে বেড়ে গেছে। শুধুমাত্র শিক্ষক স্বল্পতার দরুন গ্রামের স্কুলগুলোতে চরম অব্যবস্থা বিরাজ করছে। অথচ উভয় স্কুলগুলোতে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় সমান। যেমন গত বছর গ্রামের স্কুল বালুসাইর, নোয়াকান্দি, বালাপুর প্রভৃতি স্কুল থেকে যথাক্রমে ৪৮, ৪৯, ৩৩, ৪৪ জন ৫ শ্রেণীতে ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছে আর মিউনিসিপ্যালিটির স্কুল বৌয়াপুর, বৌয়াকুর স্কুল এবং শালিদা স্কুল থেকে ৩৭, ৩৯, ৩৮ জন পরীক্ষা দিয়েছে।

পরিসংখ্যান থেকে বৈষম্যের একটি চিত্র পাওয়া যাবে।

পৌরসভার স্কুলের নাম :	শিক্ষক/ শিক্ষিকার সংখ্যা	বাইরের স্কুলের নাম :	শিক্ষক সংখ্যা
হাজীপুর	১২ জন	বালুসাইর	৩ জন
শালিদা	৮ "	কাঁঠালিয়া	৩ "
ব্রাহ্মণপাড়া	১১ "	বালাপুর	৩ "
বৌয়াপুর	১০ "	নেকজানপুর	৩ "
বৌয়াকুর	৯ "	নোয়াকান্দি	৪ "
দত্তপাড়া	১০ "	দক্ষিণ ভাষানিয়া	৩ "

স্কুলসমূহে শিক্ষক নিয়োগে এই বৈষম্য ও নৈরাজ্য দূরীকরণার্থে গ্রামের স্কুলগুলোর পক্ষ থেকে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে বহু আবেদন-নিবেদন করেও কোন ফল পাওয়া যায়নি। এমনকি কর্তৃপক্ষ এ সমস্ত আবেদন-নিবেদনের কোন জবাব দেবার প্রয়োজন পর্যন্ত বোধ করছেন না।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বালুসাইর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কথা বলা যায়। এই স্কুলে আগে ৫ (পাঁচ) জন শিক্ষক ছিলেন। কিন্তু ১৯৮৯ ও ১৯৯০ সনে দু'জন শিক্ষককে অন্যত্র বদলী করায় ৩ জন শিক্ষক দিয়ে স্কুলটি চলছে। এর মধ্যে ১ জন শিক্ষকের অসুস্থতার কারণে তিনি বহুদিন স্কুলে অনুপস্থিত রয়েছেন। তাছাড়া শীঘ্রই তিনি অবসর নেবেন। তাঁর পক্ষে স্কুলে যোগদানের আর কোন সম্ভাবনা নেই। স্কুলের বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৬৬৫ জন। মাত্র ২ জন শিক্ষক দিয়ে এদেরকে কতটুকু কি শিখানো হচ্ছে তা সহজেই অনুমেয়। এখানে শিক্ষক সংখ্যা বাড়ানোর জন্য গত দুই-আড়াই বছরে ১০টির মত আবেদন নরসিংদী জেলা প্রাইমারী শিক্ষা অফিসার, জেলা প্রশাসক, থানা নির্বাহী অফিসার, থানা শিক্ষা অফিসারসহ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। কিন্তু কোনই ফলোদয় হয়নি।

এই সমস্যা নরসিংদী জেলার প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের। গ্রামের স্কুলের শিক্ষকগণ এখন শহরমুখী হয়েছেন। সেখানে সুযোগ-সুবিধা ভালো। আর শিক্ষা প্রশাসনে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির ফলে এই সমস্যা ক্রমেই প্রকট আকার ধারণ করছে। গ্রামের স্কুলের শিক্ষক পাওয়াই এখন দুষ্কর। কিন্তু শিক্ষকবিহীন স্কুল চালিয়ে শুধু গম বরাদ্দ দিয়ে সরকারের শিক্ষা কর্মসূচী সফল হবে কি?

............................কাজী লীনা লায়লা